মেহেরপুরে সর্বনিম্ন ফিতরা ১০০ টাকা, সর্বোচ্চ ৩৩০০ টাকা

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ফিতরা ও যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) দুপুর দুইটার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে এই নিসাব নির্ধারণ করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মো. আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা জামাল উদ্দীন, সহ-দপ্তর সম্পাদক মাওলানা ইদ্রিস আলী, সদস্য মাওলানা সাইফুল ইসলাম এবং উপদেষ্টা মাওলানা সিদ্দিকুর রহমানসহ অন্যান্য মুসল্লিগণ।

সভায় ফিতরার হার নির্ধারণ করা হয় সর্বনিম্ন ১০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৩৩০০ টাকা জনপ্রতি।

এছাড়া, যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়। সমস্ত ব্যক্তিগত খরচ বাদ দিয়ে সর্বনিম্ন ৮০,৩৭৫ টাকা সঞ্চিত থাকলে, সেই টাকার আড়াই শতাংশ (২.৫%) হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

মেহেরপুরে মেরাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেরাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য” শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ।

স্বাগত বক্তব্য দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবাইদুর রহমান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মডেল মসজিদের ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।
আলোচনা সভার সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহিদুল ইসলাম।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা মেরাজের ধর্মীয় গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ইসলামের শাশ্বত শিক্ষাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল

মেহেরপুরে আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সন্ধ্যা আটটার দিকে আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজনে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়নে আশরাফপুর ফুটবল খেলার মাঠ প্রাঙ্গনে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল আয়োজন করা হয়।

আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠানে আশরাফপুর বায়তুন নূর জামে মসজিদের সভাপতি মোঃ নাজাত আলী সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী আলোচক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় কেরাত প্রতিযোগিতা পুরস্কারপ্রাপ্ত হযরত মাওলানা ক্বারী এম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, (ঢাকা)

দ্বিতীয় বক্তা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদ মুফাসসিরে হাফেজ মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, বিশেষ বক্তা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদ হযরত মাওলানা মোঃ ইসমাইল হোসেইন, আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠানের সহযোগিতা আশরাফপুর গ্রামবাসী।

ঝিনাইদহে ফুরফুরা শরীফের পীর ন’হুজুর কেবলার ওফাত দিবস পালিত

ফুরফুরা শরীফের পীর এ কামেল, মাদারজাদ ওলি, গাওসুল ওয়াক্ত হজরত মওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী ন’হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর ৪৪তম ওফাত দিবস গতকাল মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভির্য্যের সাথে পালিত হয়।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় জমিয়তে জাকেরিণের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করা হয়। এছাড়া সন্ধ্যায় ব্যাপারীপাড়া সায়াদাতিয়া খানকাহ শরীফ, ঢাকার ট্রফিক্যাল হাইওয়ে হোমস ও খুলনা শহরে বাকীবিল্লাহ ভবনে সন্ধ্যায় সওয়াব রেসানী, জিকির, মিলাদ ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মহাফিলে দেশ-জাতির শান্তি কামনা ও বিশে^র নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য খাস ভাবে দোয়া করা হয়। ফুরফুরা দরবার শরীফেরও দিবসটি যথাযথ ভাবে পালিত হয়।

১৯৮২ সালের এই দিনে ন’হুজুর পীর কেবলা নামে পরিচিত ফুরফুরা শরীফের পীর হজরত মাওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী (রহঃ) ভক্ত আশেকানদের কাঁদিয়ে ওফাত প্রাপ্ত হন। দিবসটি পালনে প্রতিবছরই দুই বাংলার ভক্ত আশেকানরা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করে থাকেন। হুজুরের ৪৪তম ওফাত দিবস পালনের প্রাক্কালে ন’হুজুর পীর কেবলার পৌত্র ও জমিয়তে জাকেরিণের মুখ্য নির্দেশক মওলানা মোহাঃ আল্লামা জাবিহ্হুল্লাহ (মাদ্দঃ) সিদ্দিকী দাদা হুজুর কেবলার সিলসিলা আঁকড়ে ধরে তার মত ও পথের উপর মুরীদ ও ভক্ত আশেকানদের কায়েম থাকার আহবান জানান।

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে বড়দিন উদযাপন

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে নানা আয়োজনে ঝিনাইদহে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উদযাপিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৫ডিসেম্বর) সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার ব্যাপিষ্ট চার্চে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। পরে পবিত্র বাইবেল থেকে আলোচনা ও প্রার্থনা করা হয়।

প্রার্থনা করেণ রেভারেষ্ট হেনরী প্রদীপ বৈদ্য। পরে কেক কেটে বড় দিনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এছাড়াও দিনব্যাপী কীর্তনের পাশাপাশি ধর্মীয় গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট। বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধা সাড়ে ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং আগামীকাল বুধবার থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বড় দিনের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন, প্রশাসনের পাশাপাশি চার্চ ও মেলা কমিটিও নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব ব্যবস্হা গ্রহন করেছে।

বল্লভপুর প্যারিস ইম্মানূয়েল চার্চের পুরোহিত রেভারেন্ট মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, জানান যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন শুভবড়দিন উপলক্ষে ইম্মানূয়েল চার্চের নিয়ন্ত্রনাধীন চার্চগুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। গীর্জাগুলো বর্ণীল সাজে সাজানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় খ্রিষ্ঠযাগ এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে এবারের শুভ বড়দিনের মনসুর মুক্তিদাতার জন্মগ্রহণে বাক্য মাংসে মূর্তিমান।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য ভবের পাড়া গ্রামের সিবাস্তিন মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সহ সকল ধর্মালম্বীর মানুষ আমাদের সাথে সর্বাত্তক সহযোগীতা করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম বলেন বড়দিন উপলক্ষে সরকারি সহায়তা হিসাবে উপজেলার ১৭টি চার্চ কে ৫ শত কেজি করে ঘরে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহিত সকল অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।

উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে। প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান

দুই দফা দাবিতে মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

মেহেরপুর জেলা তাবলীগ জামাতের আমির ডা: আব্দুল বাকীর নেতৃত্ব হাজারো সমর্থকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পথযাত্রা শেষে সমবেত হয়।

স্মারকলিপিতে তাদের দাবি, কোনরূপ যৌক্তিক কারণ ছাড়াই দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। বিগত ৭ বছর ধরে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য শুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। অথচ তিনি পূর্বে বিশ্ব ইজতেমার প্রধান বক্তা ছিলেন এবং আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করতেন। তিনি বাধাহীনভাবে সারাবিশ্বে তাবলীগের কাজে সফর করে চলেছেন। তাই এ বছর যাতে তাদের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারেন সেজন্য জোর দাবি জানান তারা।

অপরদিকে বিগত ৭ বছর ধরে মাওলানা জুবায়েরপন্থীগণ তাদের মূলধারার সাথীদের মসজিদে দাওয়াতের কাজ বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার করেন। যা ইসলামি শরিয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান ও

প্রচলিত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার স্বার্থে দেশের সকল মসজিদে বাধাহীনভাবে তাবলীগের কাজ পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আদেশ জারির জন্যও দাবি করেন মেহেরপুরের মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের নেতা-কর্মীরা।

আখেরী মোনাজাতে শেষ হলো কুষ্টিয়া জেলা ইজতেমা

আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো কুষ্টিয়া জেলা ইজতেমা। আজ শনিবার (০২ নভেম্বর) কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে জেলা ইজতেমার সমাপনী দিনে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণসহ দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

এ সময় মাঠে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের কণ্ঠে ‘আমিন, আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন’ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়।

কুষ্টিয়ায় তিন দিনের জেলা ইজতেমার আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন যশোর তাবলীগ জামাতের মুরুব্বির মাওলানা আব্দুর রহমান।

বেলা ১১টা ৫৮ মিনিটে শুরু হওয়া মোনাজাত শেষ হয় ১২টা ১১ মিনিটে। শনিবার দুপুরে লাখো মুসল্লির আমিন আমিন ধ্বনিতে ইজতেমা ময়দান ও আশপাশের এলাকায় এক ধর্মীয় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সকালে জেলা ইজতেমায় ফজরের নামাজের পর থেকে আখেরি মোনাজাতের পূর্ব পর্যন্ত ঈমান, আমল, ইকরামুল মুসলেমিনসহ তাবলিগের ৬ উসুলের ওপর এবং তাৎপর্যপূর্ণ হেদায়েতি বয়ান চলতে থাকে। ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ধ্যানে মশগুল হয়ে শুনতে থাকেন এসব বয়ান।

পরে ধনী-গরিব এক হয়ে আখেরি মোনাজাতে শরিক হতে কুষ্টিয়াসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষ ইজতেমার ময়দানে উপস্থিত হন। ছুটে আসেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক, কিশোর-শিশু নির্বিশেষে

সবাই।

ইজতেমা ময়দানের আশপাশে, বিভিন্ন যানবাহনে বসে মোনাজাতে শরিক হন বহু মানুষ। অনেকেই দূরে থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও মোনাজাতে শরিক হন।

জামাতে বয়ান রাখেন তাবলীগ জামাতের কুষ্টিয়া জেলার আমীর আতিকুর রহমান, ঢাকা কাকরাইল মসজিদের আমীর অলিউল্লাহসহ বিভিন্ন জেলার আমীরগন।

ইজতেমাস্থলে ছিল নানা আয়োজন। নানা ধরনের সেবা দেওয়ার দৃশ্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এর আগে বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের পর থেকে আমবয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই জেলা ইজতেমা।

এই ইজতেমায় ইসলামী জীবন বিধান ও ধর্মের আলোকে বয়ান করছেন তাবলীগ জামাতের মুরব্বি ও দেশবরেণ্য আলেমগণ। ইজতেমায় শুক্রবার জুমার নামাজে বিপুল পরিমাণ মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে তাবলিগ জামাতের আয়োজনে জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০১৪ এবং ২০১৬ সালে কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং চাঁদাগাড়া মাঠে জেলা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের গড়াই নদীপাড়ে এবং গতবছর মিরপুর উপজেলার মশান বাজারের সন্নিকটে ইজতেমার আয়োজন করা হয়েছিল। এবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশের বিশাল মাঠে এ ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে ইমাম-খতিবদের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম ও খতিবদের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ইমাম পরিষদের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি হাফেজ মাওলানা আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

প্রধান আলোচক ছিলেন লেখক, অনুবাদক ও গবেষক ড. মাও. শহিদুল ইসলাম ফারুকী। আলোচক ছিলেন, ঝিনাইদহ জামিয়াতুস সুন্নাহ’র উচ্চতর দাওয়াহ ও তুলনামুলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মুশাহিদ আলী চমকপুরী, জেলার ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা, ইসলামের নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইমামরা বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন। সেই সাথে সমাজে সহিংসতা, চরমপন্থা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষকে ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও বর্তমান সময়ে সামাজিক সমস্যা যেমন মাদকাসক্তি, নারী ও শিশু নির্যাতন, এবং সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, জুমার খুতবা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মেহেরপুর বড়বাজার জামে মসজিদের নতুন কমিটি গঠন

অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজনকে সভাপতি ও ওষুধ ব্যবসায়ী সোহেল আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত পরিচালনা কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে এক সভায় অন্তবর্তীকালীন কমিটি ও

সাধারণ মুসল্লীদের সিদ্ধান্তে নতুন কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটি গঠন সভায় সভাপতিত্ব করেন আহবায়ক আব্দুল মালেক বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম কালু, হাজি মনিরুল ইসলাম, মো: মুস্তাফিজ, মুনির আহমেদ নাহিদ।

২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব আমিরুল ইসলাম হাসা, সহসভাপতি আলহাজ্ব হসান হাবিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ আব্দুর রকিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ আহসান হাবিব, কোষাধ্যক্ষ নাজমুর সাদাদ বুড়ো, প্রচার সম্পাদক সৈয়দ মঞ্জুরুল হাসান টুটুল, মসজিদের পেশ ইমাম, আলহাজ্ব গোলাম মোর্শেদ চন্দন, রাজিউল হুদা সজল, আলজাজ্ব মো: আব্দুল গনি, জিয়ারুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, মাওলানা মজিবুর রহমান, তাওফিকুল ইসলাম, আব্দুস সোবহান, আনছারুল হক, গোলাম মোস্তফা, ওয়াহেদুজ্জামান বাবু, মনিরুল ইসলাম।